মূল বইয়ের অতিরিক্ত অংশ

ষষ্ঠ অধ্যায়

কৃষি সমবায়

পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ সুমন সাহেব কৃষি সমবায়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এলাকার কৃষকদের নিয়ে রূপসী বাংলা নামে একটি কৃষি সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। সমিতির নিয়মিত সভায় সদস্য আমেনা বেগম বলেন, রূপসী বাংলা সমিতি আমাদের ভাগ্য বদলে দিয়েছে।

◀ পরিচ্ছেদ-১ [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. কৃষির আধুনিকায়নের জন্য কী প্রয়োজন? ১

খ. কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ প্রয়োজন কেন? ২

গ. সুমন সাহেব উক্ত সংগঠনটি কীভাবে গড়ে তুলেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আমেনা বেগমের উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষির আধুনিকায়নের জন্য যান্ত্রিকীকরণ প্রয়োজন।

খ কৃষির আধুনিকায়নের অর্থাৎ অধিক উৎপাদন ও শ্রমের সাশ্রয়ের জন্যই কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ প্রয়োজন।

কৃষি একটি কারিগরি পেশা। আধুনিক কৃষিতে পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর থেকে শুরু করে বহু ধরনের যন্ত্রপাতি ফসল উৎপাদন, পশু-পাখি, মৎস্য পালন তথা সার্বিক কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। আধুনিক কৃষিতে ফলন বৃদ্ধি ও উৎপাদন সহজতর করার জন্য এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, কৃষির আধুনিকায়নের জন্যই কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে সুমন সাহেব এলাকার কৃষকদের নিয়ে রূপসী বাংলা নামের একটি সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন।

কৃষি সমবায় একটি সমন্বিত কার্যক্রম। এই ধরনের সংগঠন গড়ে তোলার পূর্বে এক সাথে একমত হয়ে কাজ করার মানসিকতা তৈরি করতে হয়। তাই সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদনে সক্রিয় হওয়ার পূর্বে সুমন সাহেব এ বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ করেন। এরপর সমবায়ের মূল শর্ত তথা বিধিগুলো আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করেন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সমবায় অধিদপ্তরের নিকটবর্তী দপ্তরের সহযোগিতাও নেন। পরামর্শ নেন উপজেলা কৃষি, পশু পালন ও মৎস্য কর্মকর্তাদের। সমবায় অধিদপ্তর প্রণীত কৃষি সমবায়ের গঠন প্রণালী অনুসরণ করে সমবায় সংগঠন গড়ে তুলে তা যথানিয়মে নথিভুক্ত করেন। নিশ্চিত করেন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। এরপর জমি ও অর্থ সমবায়ের যুক্ত করেন।

অতএব, সমবায় গঠনের নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করে সুমন সাহেব সমবায় সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে আমেনা বেগম বলেন, রূপসী বাংলা সমিতি আমাদের ভাগ্য বদলে দিয়েছে।

সুমন সাহেব এলাকার উন্নয়নে কৃষি সমবায় গঠন করেন। কৃষিকাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে এবং কৃষি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষি সমবায় গঠন করা হয়।

কৃষি সমবায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারে কৃষকদের সক্ষম করে তুলতে পারে। পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তিসমূহ যেমন- শস্য পর্যায় অবলম্বন, নিবিড় ও সমন্বিত চাষাবাদ পদ্ধতি, সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতি ব্যবহার করে ফসলের নিরাপত্তা বিধান, যান্ত্রিক উপায়ে ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহ উত্তর পরিচর্যা, পরিবহন, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন সকল ক্ষেত্রেই উচ্চমাত্রার সক্ষমতা এনে দিতে পারে। কৃষি সমবায় কৃষিতে উচ্চ মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করতে পারে। কৃষি সমবায় কৃষককে হঠাৎ বিপর্যয়ে সহনশীল হতে শেখায়। এ সমবায় সরকারি -বেসরকারি সেবা সংস্থাগুলোর অনুদান, ভর্তুকি, সেবা গ্রহণ করে এবং হিসাব রাখে। তাছাড়া কৃষিপণ্য ক্রেতা সংস্থা, কোম্পানি বা ব্যক্তির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি করে এবং তদানুযায়ী ব্যবসা করে।

অতএব বলা যায়, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সমবায় কৃষকদের সহায়তা করে।

প্রশ্ন ▶২ আলম মিয়া কাজিবাধা গ্রামের একজন ক্ষুদ্র চাষি। তিনি তার ১ একর জমি চাষ করেন। তার কৃষি জমিতে তিনি লাভজনক খামার গড়ে তুলতে চান। পরামর্শের জন্য কৃষি কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বলেন, ১ হে. জমির নিচে কোনো লাভজনক কৃষি খামার পরিচালনা সম্ভব নয়। তাই অন্য কৃষকদের সাথে সমবায় পদ্ধতিতে তিনি চাষাবাদ করে লাভজনক কৃষি খামারে পরিণত করেন এবং সাফল্য লাভ করেন। *◀ পরিচ্ছেদ-১ ও ২*

ক. কৃষিপণ্য কাকে বলে? ১

খ. কৃষি সমবায় বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আলম মিয়া কীভাবে সফল কৃষি খামার গড়ে তুলতে পারেন? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আলম মিয়ার সাফল্য লাভের বিষয়টি মূল্যায়ন করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষি উৎপাদিত দ্রব্যাদি যা বিপণনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা হয় তাকে কৃষিপণ্য বলে।

খ কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ফসল উৎপাদন, সংগ্রহ, সংগ্রহ– উত্তর ফসল পরিচর্যা, গুদামজাতকরণ, পরিবহন এবং বাজারজাতকরণ ইত্যাদি সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য সীমিত সংখ্যক কৃষক একমত হয়ে নিজেদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যে সংগঠন গড়ে তোলেন তাকে কৃষি সমবায় বলে।

সমবায় কৃষকদের নিজস্ব পেশাগত সংগঠন। দেশে প্রচলিত সমবায় আইন অনুসারে এ সমবায় গঠন করতে হবে এবং সমবায় আইনের আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে। এরূপ সংগঠনকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় এবং সহযোগিতা করে।

গ উদ্দীপকের আলম মিয়া অন্য কৃষকদের সাথে সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে সফল কৃষি খামার গড়ে তুলতে পারেন।
আলম মিয়া ক্ষুদ্র চাষি হওয়ায় তিনি মাত্র ১ একর জমির চাষ করেন। কিন্তু লাভজনক কৃষি খামার গড়ে তুলতে সর্বনিম্ন এক হেক্টর জমি এবং কৃষির আধুনিকায়ন প্রয়োজন। সমবায়ের মাধ্যমে অনেক জমি একই ব্যবস্থাপনায় আনা যায়। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিগুলো একত্রে চাষ দিয়ে শস্যপর্যায় অবলম্বন, নিবিড় ও সমন্বিত চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া কৃষিকাজে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে বড় আকারের জমি প্রয়োজন। দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করলে সমবায়ের আওতায় জমির পরিমাণ পাঁচশত হেক্টর পর্যন্ত বাড়ানো যায়। সমবায়ীগণ সম্মত হয়ে কিছু জমিকে জলাধারে রূপান্তরিত করে বর্ষার পানি ধরে রাখতে পারেন, যা প্রয়োজনে সেচের পানির নিশ্চয়তা দেয়। এতে ফসল উৎপাদনে সেচজনিত সমস্যা দেখা দেয় না। এছাড়াও সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা, যান্ত্রিক উপায়ে ফসল সংগ্রহ, পরিবহন, বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কৃষি সমবায় উচ্চমাত্রার সক্ষমতা ও সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করতে পারে।
অর্থাৎ, আলম মিয়া কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে সফল কৃষি খামার গড়ে তুলতে পারেন।

ঘ কাজিবাধা গ্রামের আলম মিয়া কৃষি কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদের পরামর্শ দিলেন। নিচে আলম মিয়ার সাফল্য লাভের বিষয়টি মূল্যায়ন করা হলো–
কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সংগ্রহ এবং ব্যবহার কৃষকদের জন্য সহজ হয়। তাছাড়া পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তিসমূহ যেমন– শস্যপর্যায় অবলম্বন, নিবিড় ও সমন্বিত চাষাবাদ পদ্ধতি, সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতি ব্যবহার করে ফসলের নিরাপত্তা বিধান করা যায়। যান্ত্রিক উপায়ে ফসল সংগ্রহ, সংগ্রহ পরবর্তী পরিচর্যা, পরিবহন, গুদামজাতকরণ এবং বিপণনে কৃষি সমবায় উচ্চমাত্রার সক্ষমতা এনে দেয়। কৃষকদের উচ্চ মুনাফা অর্জন নিশ্চিত হয়। কৃষি সমবায় কৃষকদের হঠাৎ বিপর্যয়ে সহনশীলতা জোগায়।
অতএব বলা যায় যে, কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে সমবায়ী কৃষকগণ সক্রিয় হয় এবং সুচারুভাবে কৃষিকাজ সম্পন্ন করে। ফলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়।

প্রশ্ন ▶৩ আলমডাঙ্গা গ্রামের কৃষকগণ দীর্ঘদিন ধরে পানি সেচের অভাবে কাঙ্ক্ষিত ফসল উৎপাদন করতে পারছিলেন না। তাদের এ সমস্যা সমাধানে তারা কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করেন। কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ ও সহযোগিতায় তারা আশার আলো সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। লাগসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে আলমডাঙ্গা গ্রামের কৃষকগণ আজ ঐ এলাকার আদর্শস্বরূপ।

◀ পরিচ্ছেদ-১ ও ২

ক. কৃষি সমবায় কী? ১
খ. সমবায় ব্যবস্থা কীভাবে অপরকে সক্রিয় হতে শেখায় ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আলমডাঙ্গা গ্রামের কৃষকগণের সমস্যা সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'আলমডাঙ্গা গ্রামের কৃষকগণ আজ ঐ এলাকার আদর্শস্বরূপ'— বিষয়টি মূল্যায়ন করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে এক জোট হয়ে কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ফসল উৎপাদন, সংগ্রহ, সংগ্রহ উত্তর ফসল পরিচর্যা, গুদামজাতকরণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করাকে কৃষি সমবায় বলে।

খ সমবায় ব্যবস্থা মানেই হলো একে অপরকে সাহায্য করা। এ ব্যবস্থা একের প্রয়োজনে অন্যকে সক্রিয় করে। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকগণ কৃষিকাজে একে অপরকে সাহায্য করে। এ লক্ষ্যে তারা কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় সার, ঔষধ, বীজ ও খাদ্য উপকরণ সংগ্রহ করে। উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জনে বিপণন সাহায্য করে। আর এ সকল কাজ সকলে মিলে জোটবদ্ধ হয়ে করে। এভাবে তারা অন্যকে সক্রিয় করে।

গ আলমডাঙ্গার কৃষকগণ পানি সেচ সমস্যা সমাধানে জলাধার তৈরি করে সেখানে সঞ্চিত পানি সেচ কাজে ব্যবহার করেছিল।
আলমডাঙ্গার কৃষকগণ দীর্ঘদিন ধরে পানি সেচের অভাবে কাঙ্ক্ষিত ফসল উৎপাদন করতে পারছিলেন না। তারা সেচের জন্য গভীর নলকূপ ব্যবহার করতেন। কিন্তু দীর্ঘদিন গভীর নলকূপ ব্যবহারে ঐ এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে গেছে। তাই তারা পর্যাপ্ত পানি পান না। কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ মোতাবেক তারা আশার আলো সমবায় সমিতি গঠন করে ভূ-উপরিস্থ পানি সঞ্চয়ের জন্য জলাধার তৈরি করেন। জলাধারের পানি দিয়ে তারা সেচ কাজ করেন। সেচ নালা তৈরি করে অথবা পাইপের মাধ্যমে তারা স্বল্প খরচে সমবায়ের জমিগুলোতে সেচ দেন। এ পদ্ধতিটি পরিবেশবান্ধব কারণ এতে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরে কোন প্রভাব পড়ে না। সেচ ছাড়াও জলাধারের পানি অন্যান্য কাজে লাগে।
আলমডাঙ্গার কৃষকগণ জলাধারে প্রাকৃতিক পানি সঞ্চয়ের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব সেচ প্রদান করেন। সুতরাং কৃষকদের এই পদক্ষেপ প্রশংসার দাবিদার।

ঘ আলমডাঙ্গার কৃষকগণ কৃষিকাজে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে 'আশার আলো সমবায় সমিতি' গঠন করেন ও সেচ সমস্যা সমাধান করেন।
আলমডাঙ্গার কৃষকেরা সুষ্ঠুভাবে কৃষিকাজ সম্পন্ন করতে এবং কৃষি থেকে অধিক মুনাফা লাভ করতে সমবায় সমিতি গঠন করে। কৃত্রিম জলাধার তৈরি করে প্রাকৃতিক পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে তারা সেচ সমস্যার সমাধান করে। তারা কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় বীজ, সার, ঔষধ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সমবায়ের মাধ্যমে সংগ্রহ ও ব্যবহার করে লাভবান হয়। সমবায়ের মাধ্যমে তারা কৃষি উপকরণের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে। উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে তারা গুদাম তৈরি করে আর্থিক লোকসান হতে রক্ষা পায়। তারা পণ্যের সঠিক বিপণনের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন করে। এ লক্ষ্যে তারা পণ্য পরিবহনে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনে একে অপরকে সাহায্য করে।
আলমডাঙ্গার কৃষকগণ সমবায় গঠনের মাধ্যমে লাভবান হন। তারা অনেক কঠিন কৃষিকাজও একত্রে সহজে সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। এ জন্য তারা ঐ এলাকায় কৃষকদের নিকট আদর্শস্বরূপ বিবেচ্য।

প্রশ্ন ▶৪ মনির তার গ্রামের কিছু লোকজন নিয়ে ফসল উৎপাদন শুরু করে। উৎপাদনের সময় পণ্যের মান ঠিক না থাকায় ভালো দাম পাওয়া যায়নি। এতে তাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। পরবর্তীতে মনির ও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকগণ একটি সমবায় গঠন করে। *◀ পরিচ্ছেদ-১ ও ২*

ক. কৃষি ঋণ কী? ১
খ. আধুনিক কৃষি ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে কেন? ২
গ. মনিরের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক বিপণনে সংগঠনটির ভূমিকা কী হতে পারে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মনিরের সমস্যা সমাধানে তোমার পরামর্শ দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষিকাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে ঋণ বা অর্থ নেওয়া হয় তাই কৃষিঋণ।

খ আধুনিক কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি অবলম্বন করা হয়। এতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, উন্নতমানের বীজ, সার, কীটনাশক ও শ্রমের ব্যবহার বেশি হয়। এসব খাতে বেশ অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাই আধুনিক কৃষি বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে।

গ উদ্দীপকের মনির ফসল বিপণনে ন্যায্যমূল্য পেতে সমবায় সংগঠন গড়ে তোলে।
অনেক সময় উৎপাদনের পর ফসলের দাম কমে যায় ও ন্যায্যমূল্য পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে পণ্যটি সঠিকভাবে পরিবহন করে বেশি দামের এলাকায় নিয়ে বিক্রি করলে আশানুরূপ মুনাফা লাভ করা যায়। কিন্তু কোনো কৃষকের একার পক্ষে এই কাজ করা অসম্ভব। কারণ পরিবহনের সঠিক পদ্ধতি, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও উপকরণ, লোকবল ইত্যাদি সরবরাহ করা দরিদ্র কৃষকের একার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু অনেকে মিলে সমবায় গঠন করলে এসব কাজ সম্পাদন করা যায়। বিপণনের সকল কাজ সমবায় সমিতির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে দূরবর্তী স্থানে পণ্য পরিবহন করে বাজারজাত করা যায় এবং কৃষক আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়।
অর্থাৎ, বিপণনের সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে মনির লাভবান হয়।

ঘ ফসল উৎপাদনের সময় সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন না করায় মনির ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
কৃষিপণ্যের উৎপাদন এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে প্রতি ধাপে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। কোন এক ধাপে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে উৎপাদিত ফসলের মান নষ্ট হয়। মনির ফসল উৎপাদনে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করেনি। উন্নতজাতের বীজ, সার, ঔষধ ও যথাসময়ে সেচের ব্যবস্থা করতে পারেনি বলে তার উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান নষ্ট হয়ে গেছে এবং সে পণ্যের সঠিক দাম পায়নি। উক্ত সমস্যা সমাধানে সে তার সমবায় সমিতিকে কাজে লাগাতে পারে। সমিতির মাধ্যমে সে কৃষিঋণ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি, বীজ, সার, ঔষধ ও সেচের ব্যবস্থা করতে পারে। এমনকি উৎপাদিত পণ্য বিপণনের মাধ্যমে অধিক মুনাফাও অর্জন করতে পারবে।
মনিরের সমস্যা সমাধানে সমবায়ের ভূমিকা অপরিসীম। সমবায়ের মাধ্যমে সে ফসল উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে উপযুক্ত পরিচর্যা করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ৫ স্বপনের বাবা একজন কৃষক। অতি সম্প্রতি তিনি কৃষি সমবায় থেকে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এলাকায় সাধারণ কৃষকের মাঝে সমবায়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'কৃষিতে অধিক মুনাফা অর্জনে কৃষি সমবায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে'। *◀ পরিচ্ছেদ-১ ও ২* ★

[উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা; রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজবাড়ী]

ক. সমবায়ের মূল ভিত্তি কী? ১
খ. নির্দিষ্ট বিপণন সংস্থার সাথে আগে থেকে চুক্তি করা প্রয়োজন কেন? ২
গ. স্বপনের বাবা যে সংগঠন হতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন সেটি কীভাবে কৃষকের কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. স্বপনের বাবার বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রত্যেক সমবায়ী কৃষক তার জমি ও পুঁজির আনুপাতিকহারে মুনাফার শরিকানা লাভ করবেন, এটাই সমবায়ের মূল ভিত্তি।

খ কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, ভোক্তাদের যৌক্তিক মূল্যে পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা, বাজার দর মনিটরিং ও বাজার দর হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ শনাক্তকরণ এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক পরামর্শ প্রদান করাই হলো বিপণন সংস্থার কাজ। তাই উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সঠিক সময়ে বাজারজাত ও উপযুক্ত মূল্য পেতে কৃষি সমবায়ের আগে থেকেই বিপণন সংস্থার সাথে চুক্তি করা প্রয়োজন। এ চুক্তির ফলে পণ্য উৎপাদনের ঝুঁকি ও সংরক্ষণের ঝামেলা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

গ স্বপনের বাবা কৃষি সমবায় থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন।
বর্তমানে কৃষিতে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় কৃষি বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। বাম্পার ফলন হলে ফসলের দাম পড়ে যায়। কোনো কোনো সময় এতটাই পড়ে যায় যে, উৎপাদন ব্যয়ও উঠে আসে না। কিন্তু কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে এলাকায় ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও বড় গুদাম তৈরি করে কৃষকরা তাদের আর্থিক ক্ষতি এড়াতে পারে। সমবায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারে কৃষকদের সক্ষম করে তুলতে পারে। পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তিসমূহ, যেমন– শস্য পর্যায় অবলম্বন, নিবিড় ও সমন্বিত চাষাবাদ পদ্ধতির ব্যবহার, সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা, যান্ত্রিক উপায়ে ফসল সংগ্রহ, ফসল বিপণন, গুদামজাতকরণ সকল ক্ষেত্রে কৃষি সমবায় উচ্চমাত্রায় সক্ষমতা এনে দিতে পারে।
এভাবে, সমবায় কৃষকের কৃষি উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ঘ স্বপনের বাবার বক্তব্য মতে, কৃষিতে অধিক মুনাফা অর্জনে কৃষি সমবায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক দরিদ্র হওয়ায় তাদের জমির পরিমাণ অল্প। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, সর্বনিম্ন এক হেক্টর জমি না হলে একটি লাভজনক কৃষি খামার পরিচালনা করা যায় না। তবে দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমবায়ের আওতায় জমির পরিমাণ পাঁচশত হেক্টর পর্যন্ত বাড়ানো যায়। সমবায়ের মাধ্যমে জলাধার নির্মাণ করে সেখানে পানি সঞ্চয় করে সারা বছর পাম্পের সাহায্যে সমবায়ের আওতাধীন জমিগুলোতে স্বল্প অপচয়ে সেচ দেওয়া যায়। এভাবে ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সঞ্চিত পানি দিয়ে সেচ দেওয়ায় খরচ অনেক কম হয়। বীজ, সার, পালিত পশুপাখি ও মাছের খাদ্য এমনকি রোগবালাই নিবারক ঔষধের বড় অংশ সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন ও সংগ্রহ করা যায়। এছাড়া কৃষিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ যথাসময়ে নিরাপদে প্রাপ্তিতে কৃষি সমবায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এভাবে সমবায়ের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়।
তাই বলা যায় যে, সমবায় সম্পর্কে স্বপনের বাবার বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৬ মামুন শ্রেণির কাজের অংশ হিসেবে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পর্কে তার দলের বন্ধুদের সাথে আলোচনা করল। পরে তারা তাদের গ্রাম থেকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগ্রহযোগ্য কৃষি উপকরণের তালিকা তৈরি করল। *◀ পরিচ্ছেদ-২*

ক. কৃষি উপকরণ কী? ১

খ. কৃষি সমবায় কৃষককে কীভাবে হঠাৎ বিপর্যয় সহনশীলতা জোগায়? ২

গ. মামুনদের তৈরিকৃত তালিকাটি লেখো। ৩

ঘ. কৃষি জমি সংগ্রহের ক্ষেত্রে মামুনদের আলোচনা করা পদ্ধতিটির গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনশীল কৃষিকাজ সম্পন্ন করতে কৃষক যে উপকরণগুলো ব্যবহার করে তাকে কৃষি উপকরণ বলে।

খ কৃষিকাজ সম্পন্ন করতে এবং কৃষি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষি সমবায় গড়ে তোলা হয়।

কৃষক হঠাৎ বিপর্যয়ে যেমন– প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হলে কৃষি সমবায় কৃষককে প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান দেয়। এছাড়াও কৃষি সমবায় কৃষককে ঋণ সুবিধা প্রদান করে এবং উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বীজ, সার, ঔষধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উপকরণ সরবরাহ করে থাকে। কৃষি পণ্য গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে এই কৃষি সমবায়। ফলে কৃষকেরা ঝুঁকি এড়িয়ে কাঙ্ক্ষিত ফলন অর্জন করতে পারে। এভাবেই কৃষি সমবায় কৃষককে হঠাৎ বিপর্যয়ে সহনশীলতা যোগায়।

গ মামুনদের তৈরিকৃত তালিকাটি হলো সংগ্রহযোগ্য কৃষি উপকরণের তালিকা।

কৃষি সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করে ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে ভালো মুনাফা লাভ করা সম্ভব। কৃষি উপকরণগুলোক কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সমবায়ের মাধ্যমে যেমন উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা যায়, তেমনি এ সকল উপকরণের সর্বোচ্চ লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

কৃষি সমবায়ের সংগ্রহযোগ্য কৃষি উপকরণগুলো হলো–

১. কৃষি জমি।
২. পানি।
৩. কৃষি যন্ত্রপাতি, যথা: পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, সেচ পাম্প, হার্ভেস্টার ইত্যাদি।
৪. সার।
৫. বীজ।
৬. পশুপাখি ও মাছের খাদ্য, ঔষধ।
৭. কৃষি ঋণ।

ঘ মামুন তার দলের বন্ধুদের সাথে কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করল।

কৃষি জমিকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগ্রহযোগ্য একটি কৃষি উপকরণ বলা যায়। কৃষি জমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভালো মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

সমবায়ের মাধ্যমে অনেক জমি একই ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা যায়। সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল কৃষি উপকরণের সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সমবায়ীগণ সম্মত হলে কিছু জমিকে জলাধারে রূপান্তরিত করে বর্ষার পানি ধরে রাখা যায়, যা থেকে প্রয়োজনের সময় সেচের পানি পাওয়ার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা যায়। অর্থাৎ তুলনামূলক নিচু জমিও সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যায়। দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারলে সমবায়ের আওতায় জমির পরিমাণ চার-পাঁচশত হেক্টর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। তবে জমির পরিমাণ বাড়ার পাশাপাশি জমি ব্যবহার পরিকল্পনা ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন হয়।

অর্থাৎ, কৃষি সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি জমি সংগ্রহ করা ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

প্রশ্ন ▶৭ বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ এবং অধিকাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ব্যক্তি মালিকানার জমির আকার ক্ষুদ্র হওয়ায় উৎপাদন আশানুরূপ হয় না। সমন্বিত সমবায় চাষের মাধ্যমে পানি, কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষি দ্রব্য ও কৃষিঋণের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। তাই বর্তমানে সরকার কৃষি সমবায় গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে। *◀ পরিচ্ছেদ-২*

ক. জলাধার কী? ১

খ. কৃষিঋণ প্রাপ্তিতে কৃষি সমবায় প্রয়োজন কেন? ২

গ. বাংলাদেশে কৃষিপণ্য উৎপাদনে উল্লিখিত বাধাগুলো আলোচনা করো। ৩

ঘ. উল্লিখিত বাধাসমূহ দূরীকরণে কী করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো? ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সারাবছর ব্যবহারের জন্য বর্ষাকালের পানি ভূ-উপরিস্থ যে আধারে সঞ্চয় করা হয় তাই জলাধার।

খ কৃষিতে প্রয়োজনীয় কৃষিঋণ যথাসময়ে নিরাপদে প্রাপ্তির জন্য সমবায় খুবই সহায়ক। রেজিস্ট্রিকৃত কৃষি সমবায় হলে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কারণ ঋণগ্রহীতার নিবন্ধিত পরিচয় আছে। ঋণের অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহারের নিশ্চয়তা রয়েছে। সর্বোপরি যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা আছে।

গ বাংলাদেশে কৃষিপণ্য উৎপাদনে উল্লিখিত বাধাটি হলো কৃষি জমির ক্ষুদ্র আকার।

বাংলাদেশের ৮০% লোক কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। দিন দিন বাংলাদেশের জনসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু কৃষিজমি বাড়ছে না। ফলে পিতার জমি পুত্রদের মাঝে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে দিন দিন কৃষিজমি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর আকার ধারণ করছে। বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে সর্বনিম্ন এক হেক্টর জমি না হলে লাভজনক কৃষিখামার পরিচালনা করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক এর থেকে ক্ষুদ্র কৃষিজমির মালিক। এমনকি যাদের আড়াই একর বা তার বেশি জমি আছে তারাও আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনতে পারেন না। আর কিনলেও ঐ যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেন না। ফলে কৃষি উৎপাদন আশানুরূপ হয় না।

কৃষি সমবায় গঠনের মাধ্যমে উল্লিখিত সমস্যা দূর করে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব।

ঘ বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ। কিন্তু এখানে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির আকার ছোট হওয়ায় উৎপাদন কম হয়। কৃষি সমবায় গঠনের মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধান সম্ভব।

একই উদ্দেশ্যে জোট হয়ে কোন কাজ করাকে সমবায় বলে। কৃষিকাজ সম্পন্ন করতে এবং কৃষির সর্বোচ্চ মুনাফা পেতে কৃষি সমবায় গঠন করা হয়। বাংলাদেশে ব্যক্তি মালিকানার জমি ক্ষুদ্র আকারের হওয়ায় চাষাবাদে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার অসম্ভব হয়। আবার কৃষি যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার হয় না। ভালো বীজ, সার, ঔষধ ও সেচ দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু কৃষি সমবায় গঠন করে এসব সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। কৃষি সমবায়ে অনেক কৃষক মিলে কৃষিকাজ করে। তাদের জমি একত্রে চাষাবাদ করা হয় এবং জমির পরিমাণ ও পুঁজির আনুপাতিক হারে মুনাফা ভাগ করা হয়। এতে কৃষক বেশি লাভবান হন। সকলে একত্রে কাজ করলে কঠিন কাজও সহজে করা যায়। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার সম্ভব হয়। এমনকি বিভিন্ন ঋণদানকারী সংস্থা থেকেও সহজে ঋণ পাওয়া যায়।

সমবায় গঠনের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে যাবতীয় সমস্যা সমাধান করে কৃষিতে অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব। আর তাই বাংলাদেশে দিন দিন সমবায় সমিতির সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ রমজান সাহেব চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হওয়ার পর এলাকার উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেন। এ সময়ে তিনি তার এলাকার ক্ষুদ্র কৃষকদের নিয়ে একটি কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করেন।

◀ *পরিচ্ছেদ-২ ও ৪*

ক. কৃষি সমবায় কী ধরনের কার্যক্রম? ১

খ. কৃষি সমবায় পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রমজান সাহেবের সংগঠনটি তৈরিতে প্রাথমিকভাবে কী কাজ করা প্রয়োজন? ৩

ঘ. উক্ত সংগঠনটির প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষি সমবায় একটি সমন্বিত কার্যক্রম।

খ কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ফসল উৎপাদন, সংগ্রহ, সংগ্রহ– উত্তর ফসল পরিচর্যা, গুদামজাতকরণ, পরিবহন এবং বাজারজাতকরণ ইত্যাদি সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য সীমিত সংখ্যক কৃষক একমত হয়ে নিজেদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যে সংগঠন গড়ে তোলেন তাকে কৃষি সমবায় বলে।

সমবায় কৃষকদের নিজস্ব পেশাগত সংগঠন। দেশে প্রচলিত সমবায় আইন অনুসারে এ সমবায় গঠন এবং সমবায় আইনের আওতায় নিবন্ধিত হতে হয়। এরূপ সংগঠনকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় এবং সহযোগিতা করে।

গ রমজান সাহেব সমবায় গঠনের উদ্দেশ্যে আগ্রহী ক্ষুদ্র কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করেন।

সমবায় একটি সমন্বিত কার্যক্রম। রমজান সাহেব এলাকার লোকদের উন্নয়নে সমবায় সমিতি গঠনের পরিকল্পনা করেন। এ লক্ষ্যে তিনি এ বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে এ কর্মযজ্ঞের সূচনা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সমবায়ের মূলনীতি নির্ধারণে রাষ্ট্রীয় সমবায় সংস্থার সাহায্য নিবেন। এছাড়া এ বিষয়ে তিনি উপজেলা কৃষি, পশু ও মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করবেন। অতঃপর তিনি সমবায়ের জন্য জমি ও অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সমবায়ের সদস্যরা সমবায়ের জন্য ঋণ ও সংগ্রহ করতে পারে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তর প্রণীত নিয়ম অনুসারে সমবায় গঠনের পর তা যথানিয়মে নথিভুক্ত করা প্রয়োজন।

সমবায় সংগঠন যত দক্ষ, সৎ ও শক্তিশালী হবে সমবায়ীরা ততই লাভবান হবেন। সমবায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ রমজান সাহেব এলাকার উন্নয়নের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি তার এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

স্বপ্রণোদিত হয়ে এবং সম্মিলিত স্বার্থের জন্য কাজ করাই সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে চাষাবাদে প্রচলিত আদিম পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় বলে পরিশ্রম বেশি কিন্তু পণ্য উৎপাদন হার কম। কৃষি জমিগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ডে বিভক্ত ও বিপুল পরিমাণ জমি আইলের কারণে অচাষযোগ্য হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় সমবায়ের মাধ্যমে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ানো যায়। এছাড়া ক্ষুদ্র কৃষকদের পক্ষে উফশী বীজ, সার, ঔষধ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি যথাসময়ে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ফলে সমবায় গঠন করা আবশ্যক। অন্যদিকে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বিপণন ও বাজারজাতকরণও সম্ভব হবে। অর্থাৎ কৃষি উৎপাদনে উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, বণ্টন ব্যবস্থা ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকদের লাভবান করাই সমবায়ের মূল লক্ষ্য।

তাই আমরা বলতে পারি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিকে সামনে এগিয়ে নিতে ও কৃষির সার্বিক উন্নয়নে কৃষি সমবায় গুরুত্বপূর্ণ একটি সংগঠন।

প্রশ্ন ▶ ৯

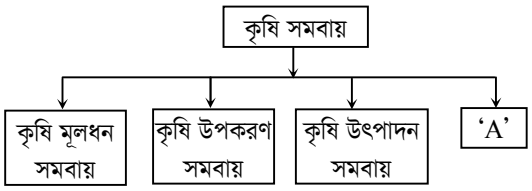

◀ *পরিচ্ছেদ-৩ ও ৪* ★ *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর; আল-আমিন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর]*

ক. কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ কাকে বলে? ১

খ. কৃষি সমবায়ের মূলনীতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'A' চিহ্নিত সমবায়টির কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে উল্লিখিত সমবায়গুলোর কী প্রয়োজন আছে? তোমার মতামত উপস্থাপন করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ হলো এক ধরনের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উৎপাদকের কাছ থেকে কৃষি পণ্য ভোক্তাদের কাছে পৌঁছানো হয়।

খ একই উদ্দেশ্যে এক জোট হয়ে কোনো কাজ করাই সমবায়। প্রত্যেক সমবায়ী কৃষক তার জমি ও পুঁজির আনুপাতিক হারে মুনাফার শরিকানা লাভ করবেন, এটাই সমবায়ের মূলনীতি। মূলধন সংগ্রহ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, পণ্য বাজারজাতকরণ ইত্যাদি সকল কাজ সমবায়ের সদস্যরা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সম্পন্ন করবে যা তাদেরকে কৃষিতে উচ্চ মাত্রার সক্ষমতা ও উচ্চ মুনাফা অর্জনে সমর্থ করে তুলবে।

গ 'A' চিহ্নিত সমবায়টি হলো কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সমবায়।
কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পণ্যমূল্য নির্ধারণ, ভর্তুকি গ্রহণ, কৃষিপণ্য বিক্রয় এবং হিসাব রক্ষা। এ সমবায় সমবায়ী পরিবারগুলোর এবং বাজারের চাহিদা অনুসারে পণ্যমূল্য নির্ধারণ করে। কৃষি পণ্য সংগ্রহের পর সংরক্ষণ ও পরিবহনের জন্য কিছু কাজ, যেমন— বাছাই-ছাটাই, প্যাকেটজাতকরণ বা যথাযথ পাত্রে স্থাপন ইত্যাদি কাজও করে যা পণ্যের মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও নিরাপদ পরিবহনের মাধ্যমে কৃষিপণ্য বিপণনে সাহায্য করে। পরিবহনের জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্ধারণ ও ব্যবস্থা কৃষকরা করতে পারে না যা সমবায়ের মাধ্যমে করা সম্ভব। যেমন— শস্য পরিবহনে চটের বস্তা ব্যবহার করা যায় কিন্তু তা ফুল-ফলের পরিবহনের জন্য উপযুক্ত নয়। এ সকল পণ্য পরিবহনের জন্য প্রয়োজন বাঁশের বিশেষ টুকরি কিংবা হার্ডবোর্ড কাগজের বাক্স। তাছাড়া বিপণনের জন্য কৃষি সমবায় নির্দিষ্ট বিপণন সংস্থার সাথে আগে থেকেই চুক্তি সম্পন্ন করে রাখে, ফলে পণ্য উৎপাদনের ঝুঁকি ও সংরক্ষণের ঝামেলা অনেকাংশে হ্রাস পায়।
অতএব, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে কৃষি সমবায়ের কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে বিভিন্ন প্রকার কৃষি সমবায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
আধুনিক কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় কৃষি বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। বাম্পার ফলন হলেও দাম পড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকের উৎপাদন খরচও উঠে আসে না। কৃষি সমবায় কৃষিকাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে ও তা থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে সাহায্য করে।
কৃষি সমবায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারে কৃষকদের সক্ষম করে তোলে। এজন্য কৃষকগণ নানা ধরনের সমবায় গড়ে তুলতে পারেন। যেমন– (i) মূলধন সমবায়– যার উদ্দেশ্য সমবায়ের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা, (ii) কৃষি উপকরণ সমবায়-উদ্দেশ্য বীজ, সার, ঔষধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংগ্রহ ও ব্যবহার এবং পরিবহন ও গুদামজাত করা, (iii) কৃষি উৎপাদন সমবায়-উদ্দেশ্য কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা, (iv) কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সমবায়- উদ্দেশ্য পণ্যমূল্য নির্ধারণ, ভর্তুকি গ্রহণ, কৃষিপণ্য বিক্রয় এবং এতদসংক্রান্ত হিসাব রক্ষা।
সমবায় ব্যবস্থায় প্রত্যেক সমবায়ী কৃষক তার জমি ও পুঁজির আনুপাতিকহারে মুনাফার শরিকানা লাভ করে। তাই, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে কৃষি সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১০ সেলিম কেশবপুর উপজেলার বেগমপুর গ্রামের কৃষক। তিনি সমবায়ী উদ্যোগে কৃষি পণ্য উৎপাদন করেন। সেলিম সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে বিপণন সম্পাদক। এই বছর ভালো জাতের লাউ, মাছের পোনা উৎপাদন করেছে। কিন্তু মালামাল পরিবহনজনিত ত্রুটি থাকার কারণে ন্যায্যমূল্য পায়নি। সঠিক পরিবহন কৃষি পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখে। *◀ পরিচ্ছেদ-৭*

ক. কৃষিপণ্য কী? ১
খ. পরিবহন বিপণনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. সেলিম পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে কী কী ভুল করেছিল? তোমার মতামত লেখো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত লাইনটি সেলিমের পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করো এবং সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত কৃষিজ দ্রব্যাদিকে কৃষিপণ্য বলে।

খ বিপণনের ক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবহন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
পরিবহনের পাত্র, খাঁচা, প্যাকিং ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পণ্যের কথা বিবেচনা করে উপযুক্ত প্যাকিং করতে হবে। শস্য, ফুল-ফল, শাকসবজি, মাছ, ডিম, দুধ ইত্যাদির প্যাকিং ও পরিবহন একই রকম নয়। সঠিকভাবে পরিবহন করলে পণ্যের গুণগতমান অক্ষুণ্ন থাকে।

গ সেলিমের লাউ ও মাছের পোনা পরিবহন পদ্ধতিটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল।
পণ্যের ওপর নির্ভর করে প্যাকিং ও পরিবহন পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়। এ কারণে শস্য, ফুল-ফল, সবজি, মাছের পোনা, ডিম, দুধ ইত্যাদির পরিবহন পদ্ধতি আলাদা। সাধারণত শস্য পরিবহনে চটের বস্তা ব্যবহার করা হলেও সবজি পরিবহনের ক্ষেত্রে তা উপযুক্ত নয়। আবার মাছ পরিবহনের জন্য বাঁশের বিশেষ টুকরি ব্যবহার করা গেলেও মাছের জ্যান্ত পোনা পরিবহনে তা উপযুক্ত নয়। সেলিম লাউ ও মাছের পোনা পরিবহন করে। সে লাউ পরিবহনের জন্য চটের বস্তা ব্যবহার করে। ফলে লাউয়ের উপযোগিতা কমে যায় এবং সে মূল্য কম পায়। অন্যদিকে মাছের পোনা পরিবহনে সে পানিভরা বড় পাত্র ব্যবহারের পরিবর্তে বাঁশের টুকরি ব্যবহার করেছিল। তাই অক্সিজেনের অভাবে অধিকাংশ পোনা মারা যায়। এভাবে সেলিম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
লাউ পরিবহনের ক্ষেত্রে বাঁশের বিশেষ টুকরি কিংবা হার্ডবোর্ড কাগজের বাক্স এবং পানিপূর্ণ বড় পাত্রে মাছের পোনা পরিবহন করলে সেলিম কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পেত বলে আমি মনে করি।

ঘ সেলিম একটি সমবায় সংস্থার বিপণন সম্পাদক। এই বছর ঐ এলাকায় ভালো জাতের লাউ ও মাছের পোনা উৎপাদন হলেও ত্রুটিপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থার কারণে সেলিম আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেনি।
কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে বিপণন গুরুত্বপূর্ণ। আবার বিপণনের জন্য সঠিক ও নিরাপদ পরিবহন পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ। পণ্যের ওপর নির্ভর করে উপযুক্ত প্যাকিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শস্য বিপণনের ক্ষেত্রে চটের বস্তায় শস্য প্যাকিং করলেই হয়। কিন্তু সবজি বা ফুল-ফল চটের বস্তায় বিপণন করা যায় না। এক্ষেত্রে বাঁশের টুকরি বা হার্ডবোর্ডের বাক্স দরকার হয়। আবার মাছ প্যাকিং-এ বিশেষভাবে তৈরি বাঁশের টুকরি ব্যবহার করা গেলেও মাছের জ্যান্ত পোনা পরিবহনে পানিপূর্ণ বড় পাত্র ব্যবহার আবশ্যক। তা না হলে পোনা অক্সিজেনের অভাবে মারা যাবে। অন্যদিকে ডিম পরিবহনে বিশেষ পাত্র ও খাঁচা ব্যবহার করা হয় যেন ডিম ভেঙে না যায়। আবার দুধ পরিবহনে তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে বিশেষ পাত্র ব্যবহার করা হয়।
সুতরাং বলা যায়, সঠিক নিয়মে পরিবহনের মাধ্যমে সেলিম অধিক মুনাফা লাভ করতে পারবে। আর তাই তাকে পণ্য অনুসারে উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶১১ বাজিতপুর গ্রামের কৃষকরা তাদের নিজের জমিতে একাকী ফসল চাষে নানা সমস্যায় পড়েন। যদিও অনেক কষ্টে ভালো ফলন পান, কিন্তু তার সঠিক দাম তারা পান না। পরবর্তীতে তারা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার পরামর্শে কৃষি সমবায় গঠন করেন এবং সকল ঝুঁকি দূর করে লাভের মুখ দেখেন। ◀ *পরিচ্ছেদ-১*

ক. ভূমিহীন চাষি কাকে বলে? ১

খ. কৃষিপণ্য উৎপাদনে কোন কোন বিষয়ে লক্ষ রাখা প্রয়োজন? ২

গ. বাজিতপুর গ্রামের কৃষকরা কী কী সমস্যায় পড়েন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার পরামর্শে কৃষকরা কীভাবে লাভবান হন? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল কৃষক বা চাষিদের বসতবাড়ি আছে কিন্তু কৃষিজমি নেই তাদের ভূমিহীন চাষি বলে।

খ কৃষিপণ্য উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন।
তবে পণ্য উৎপাদনে লক্ষ রাখতে হবে যেন তা উৎপাদক ও ভোক্তার অর্থাৎ, ব্যবহারকারীর জন্য স্বাস্থ্যহানিকর না হয়। সেই সঙ্গে কৃষিপণ্যের উৎপাদন পরিবেশবান্ধব হতে হবে। এছাড়া পণ্য উৎপাদনে জমির শ্রেণি, মাটির গুণাগুণ, বাজার চাহিদা ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনায় রাখতে হবে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ একাকী চাষে কৃষকদের সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করো।

ঘ সমবায় গঠনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶১২ হেলাল এক একর জমিতে ধান চাষ করে। সে কৃষি কাজের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনতে সক্ষম নয়। এছাড়াও পানি সেচ, পণ্য সংরক্ষণ, পরিবহন ইত্যাদি কাজে তার অতিরিক্ত ব্যয় হওয়ায় সে মুনাফা অর্জন করতে পারছে না। সমবায়ী কৃষক মুনির তাকে কৃষি সমবায়ে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দিল। মুনির আরও বলল, নিরাপদ পণ্য পরিবহনের জন্যও সমবায় গঠন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ◀ *পরিচ্ছেদ-৩*

ক. কৃষি মূলধন সমবায়ের অপর নাম কী? ১

খ. নিরাপদ পরিবহনের জন্য পরিবহনের পাত্র, খাঁচা, প্যাকিং ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কৃষক মুনিরের উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কৃষক মুনিরের পরামর্শের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষি মূলধন সমবায়ের অপর নাম সঞ্চয় সমবায়।

খ নিরাপদ পরিবহনের জন্য পাত্র, খাঁচা, প্যাকিং খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পণ্যের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পাত্র, খাঁচা বা প্যাকিং না হলে পণ্য পরিবহনের সময় নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন শস্য পরিবহনের জন্য যে চটের বস্তা উপযোগী সেটা কোনভাবেই ফুল বা সবজি পরিবহনের উপযোগী না। সবজি বা ফুল পরিবারের জন্য বাঁশের বিশেষ টুকরি কিংবা হার্ডবোর্ড কাগজের বাক্স দরকার।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ কৃষিপণ্য পরিবহনে সমবায়ের ভূমিকা বর্ণনা কর।

ঘ কৃষি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষিপণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন পদ্ধতি আলোচনা কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶১৩ সাদিকপুর গ্রামের কৃষকেরা প্রায় সবাই ক্ষুদ্র চাষি। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তারা কেউই উন্নত সেচ যন্ত্র কিনতে পারছেন না। ফলে শুষ্ক মৌসুমে তাদের জমিগুলো অনাবাদি থেকে যায়। স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা তাদেরকে কিছু পরামর্শ দেন। এতে তাদের সমস্যাটি সমাধান হয়ে যায়। আরও কিছু পরামর্শ গ্রহণ করে তারা এখন বেশি খুশি। ◀ *পরিচ্ছেদ-১ ও ২ [সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. উদ্দেশ্য অনুযায়ী সমবায় কয় ধরনের? ১

খ. "দশের লাঠি একের বোঝা" বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সেচ সমস্যা সমাধানে কৃষকেরা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কৃষি কর্মকর্তা তাদের উন্নয়নে আর কী কী পরামর্শ দিয়ে থাকতে পারেন? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ২৫ মিনিট; মান ২৫

১. কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা কোন ধরনের কৃষি সমবায়ের কাজ?
K কৃষি উপকরণ L কৃষি উৎপাদন
M সঞ্চয়
N কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ

২. সমবায় সংগঠনের উন্নয়নে কার সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে?
K বিভাগীয় সমবায় অধিদপ্তরের
L এলাকাভিত্তিক সমবায় অধিদপ্তরের
M রাষ্ট্রীয় সমবায় অধিদপ্তরের
N জেলাভিত্তিক সমবায় অধিদপ্তরের

৩. সমবায়ের মূল ভিত্তি কী?
K জমির শরিকানা লাভ
L পুঁজির শরিকানা লাভ
M শ্রমের শরিকানা লাভ
N মুনাফার শরিকানা লাভ

৪. কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সমবায়ের কাজ হলো—
i. পণ্যমূল্য নির্ধারণ
ii. ভর্তুকি গ্রহণ
iii. কৃষিপণ্য বিক্রয়
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৫. কৃষি সমবায়ের প্রকারগুলো হলো—
i. কৃষি অর্থনীতি সমবায়
ii. কৃষি মূলধন সমবায়
iii. কৃষি উৎপাদন সমবায়
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L ii ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৬. দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারলে সমবায়ের আওতায় কত হেক্টর পর্যন্ত জমি বাড়ানো যায়?
K ১০০-২০০ L ২০০-৩০০
M ৩০০-৪০০ N ৪০০-৫০০

৭. কৃষি কাজের জন্য সবচেয়ে কোন ধরনের পানি নিরাপদ?
K গভীর নলকূপের
L অগভীর নলকূপের
M টিউবওয়েলের
N জলাধারে সঞ্চিত

৮. সবজি, ফুল ও ফলের প্যাকিং-এর জন্য কী দরকার?
K চটের বস্তার L পলিথিনের প্যাকেট
M বাঁশের বিশেষ টুকরি
N খাঁচা

৯. কৃষি উপকরণ হলো—
i. বীজ, সার, ঔষধ
ii. কৃষি জমি, যন্ত্রপাতি
iii. পানি ও মাছের খাদ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১০. কৃষি সমবায়ের কাজ হলো—
i. কৃষি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন
ii. পণ্য উৎপাদন ও বিপণন
iii. মুনাফা বণ্টন
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বকুলতলা গ্রামের কৃষকগণ তাদের বিভিন্ন সমস্যার কারণে সবাই একতাবদ্ধ হয়ে একটি কৃষি সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। কিন্তু এক বছরের মাথায় সমিতিটির অকাল মৃত্যু ঘটে।

১১. উক্ত গ্রামের কৃষকদের গড়া সংগঠনটির অকাল মৃত্যু ঘটার কারণ কী?
K মূলধনের অভাব
L স্বচ্ছতার অভাব
M সরকারের হস্তক্ষেপের অভাব
N চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপের অভাব

১২. বকুলতলা গ্রামের কৃষকগণ উক্ত সংঘটনটি দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারেন—
i. সমগ্র কৃষিকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে
ii. পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে
iii. মুনাফার অসম বণ্টনের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৩. সর্বনিম্ন কত হেক্টর জমি না হলে একটি লাভজনক কৃষি খামার পরিচালনা করা যায় না?
K এক L দুই
M তিন N চার

১৪. একই উদ্দেশ্যে একজোট হয়ে কোন কাজ করা হয়?
K নাটক L অভিনয়
M সমবায় N রাজতন্ত্র

১৫. কৃষিপণ্য উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য কী?
K সংরক্ষণ L বিপণন
M বাজারজাতকরণ N মুনাফা অর্জন

১৬. সমবায়ীরা তখন লাভবান হবেন, যখন সংগঠন হবে–
i. দক্ষ ii. সৎ
iii. শক্তিশালী
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শিবগঞ্জ গ্রামের কৃষকগণ কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী হন। এ জন্য তারা "সৃজনী কৃষি সমবায় সমিতি" গড়ে তোলে এবং প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করে।

১৭. শিবগঞ্জ গ্রামের কৃষকগণ উক্ত সমিতির মাধ্যমে কোনটির অর্জন নিশ্চিত করতে পারবে?
K সকলের আস্থা L গ্রামের উন্নয়ন
M উচ্চ মুনাফা N জমি ও পুঁজি

১৮. শিবগঞ্জ গ্রামের কৃষকদের ব্যবহৃত প্রযুক্তি হলো—
i. নিবিড় চাষাবাদ পদ্ধতি
ii. সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতি
iii. শস্য পর্যায় অবলম্বন
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১৯. যন্ত্রপাতি ক্রয় কোন ধরনের কৃষি সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত কাজ?
K সঞ্চয় L কৃষি মূলধন
M কৃষি উপকরণ N কৃষি উৎপাদন

২০. জলাধারের পানি কখন সঞ্চয় করা হয়?
K বর্ষাকালে L শীতকালে
M গরমকালে N শরৎকালে

২১. পণ্যের মানোন্নয়ন ও সংরক্ষণের সহায়ক হলো–
i. বাছাই-ছাঁটাই শ্রেণি বিভাজন
ii. প্যাকেটজাতকরণ
iii. বিপণন
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২২. সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষিপণ্য উৎপাদনে প্রথম কাজ কোনটি?
K আগ্রহী ব্যক্তিদের মূলধন একত্র করা
L মুনাফার অংশ নির্ধারণ করা
M আগ্রহী ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া
N সবার জমি একত্রীকরণ করা

২৩. কৃষি ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে আধুনিক কৃষিতে—
i. প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায়
ii. বিজ্ঞান যুক্ত হওয়ায়
iii. অতিরিক্ত শ্রমিক যুক্ত হওয়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৪. বাম্পার ফলনের ফলে যে আর্থিক ক্ষতি হয় তা এড়ানো যায়—
i. এলাকায় প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে
ii. এলাকায় বড় গুদাম স্থাপনের মাধ্যমে
iii. কৃষি সমবায় গঠনের মাধ্যমে
কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

২৪. সমবায়ের মূল শর্ত কী?
K বিনিয়োগ ও বণ্টন
L বিনিয়োগ ও উৎপাদন
M স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
N মূলধন ও শ্রম

সময়: ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

মান-৫০

১.▶ চকজোড়া গ্রামের কৃষকগণ দীর্ঘদিন ধরে পানি সেচের অভাবে কাঙ্ক্ষিত ফসল উৎপাদন করতে পারছিলেন না। এ সমস্যা সমাধানে তারা কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করেন। কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ ও সহযোগিতায় তারা 'আশার আলো' নামে সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে সেখানকার কৃষকরা এখন সফল চাষিতে পরিণত হয়েছেন।

ক. কৃষি ঋণ কী? ১

খ. কৃষিপণ্য উৎপাদনে কোন কোন বিষয়ে লক্ষ রাখা প্রয়োজন? ২

গ. চকজোড়া গ্রামের কৃষকগণের সমস্যা সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'চকজোড়া গ্রামের কৃষকগণ আজ ঐ এলাকার সফল ও আদর্শ কৃষক'— বিষয়টি মূল্যায়ন করো। ৪

২.▶ পরিমল বাবু, গোমেজ বাবু ঝিটকা গ্রামের বাসিন্দা। বসতবাড়ি ব্যতীত তাদের সামান্য আবাদি জমি রয়েছে। তাদের প্রতিবেশী কৃষকদেরও একই অবস্থা। ফলে সকলেই সাংসারিক খরচ চালাতে হিমশিম খান। যুব উন্নয়ন কর্মীর পরামর্শে পরিমল বাবুর নেতৃত্বে উক্ত গ্রামের কৃষকরা সমবায় সমিতি গঠন করে কৃষি ঋণ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করলেন। অপরদিকে গোমেজ বাবুর নেতৃত্বে সমবায়ের মাধ্যমে 'ফুল নার্সারি' স্থাপন করে বিভিন্ন কাজে সবাই নিয়োজিত হয়ে গেলেন। এতে অল্প সময়েই তারা আয়ের মুখ দেখতে পেলেন।

ক. কৃষি সমবায় কাকে বলে? ১

খ. নির্দিষ্ট বিপণন সংস্থার সাথে আগে থেকে চুক্তি করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. পরিমল বাবুর গৃহীত কার্যক্রমের ধারা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঞ্চলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে গোমেজ বাবুর নেতৃত্বের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩.▶ বাবলু সাহেব একজন বিখ্যাত কৃষি গবেষক। সম্প্রতি তিনি কৃষি উৎপাদন ও বিপণনের উপর একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন তৈরি করেন। উক্ত প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি বিপণন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি কৃষি খামারের মুনাফা নির্ভর করে মূলত উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনের উপর।

ক. বিপণণ কাকে বলে? ১

খ. বর্তমানে কৃষি ব্যয়বহুল কেন? ২

গ. একটি কৃষি খামারের বিপণন কর্মটি কীভাবে সম্পন্ন করা লাভজনক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন এ তিনটি বিষয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য উক্ত সমবায়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ শহিদুল ইসলাম করিমপুর গ্রামের একজন প্রান্তিক চাষী। তিনি নিজের জমি চাষ করে কোনো রকমে সংসার চালান। বর্তমানে উন্নত কৃষি প্রযুক্তিতে চাষাবাদ করা তার জন্য বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। তাই শহিদুল ইসলামসহ এলাকার প্রান্তিক ও বর্গাচাষীগণ ঠিকমতো চাষাবাদ করতে পারছেন না। তিনি এলাকার কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আশিক সাহেবকে জানালেন। আশিক সাহেব তাদেরকে সমবায় সমিতি গড়ে তোলার পরামর্শ দিলেন।

ক. প্রান্তিক চাষি কারা? ১

খ. সমবায়ের মূলনীতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উন্নত কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শহিদুল ইসলাম কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আশিক সাহেবের পরামর্শটি বাস্তবায়ন করলে করিমপুর গ্রামের কৃষকেরা কী কী সুবিধা পাবেন তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ রিপন কৃষক পরিবারের ছেলে। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাবাকে কৃষিকাজে সাহায্য করে। রিপনের বাবা গত বছরের তুলনায় এ বছর কৃষি থেকে অনেক কম লাভ করেছেন বিধায় সংসার খরচ চালাতে অনেক বেগ পাচ্ছেন। রিপন এ অবস্থার পরিবর্তন চায়। রিপন ভাবল, যদি তার বাবার মতো আরও কৃষক মিলে জোটবদ্ধ হয়ে চাষাবাদ করে তবে অনেক লাভবান হওয়া যাবে।

ক. বিপণন কাকে বলে? ১

খ. আধুনিক কৃষি ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে কেন? ২

গ. রিপনের বাবার কৃষি উৎপাদনের সাথে কৃষি সমবায়ের গুরুত্বের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৩

ঘ. রিপনের ভাবনার সাথে তোমার মতামত উপস্থাপন করো। ৪

৬.▶ 'দশের লাঠি একের বোঝা' এরকম একটি প্রবাদ দেখে মির্জাপুর গ্রামের কৃষকেরা একটি সমিতি গঠন করল। এর প্রধান সদস্য জনাব মোসলেম পীর বলল, "কৃষি উপকরণ ক্রয়, কৃষি উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনে এ ধরনের সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।"

ক. সমবায় কী? ১

খ. কৃষিপণ্য উৎপাদনে কোন কোন বিষয়ে লক্ষ রাখা প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রবাদটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পীর সাহেবের বক্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৭.▶ গ্রামের কিছুসংখ্যক কৃষক মিলে একটি সমবায় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তারা বিভিন্ন কৃষিপণ্যের অধিক উৎপাদন লাভে সক্ষম হয়। তাই উৎপাদিত পণ্যগুলো সঠিক সংরক্ষণ ও বিপণন করা প্রয়োজন। তা না হলে তারা কাঙ্ক্ষিত মুনাফা লাভে ব্যর্থ হবে। সেই লক্ষে তারা সঠিক ব্যবস্থাটিই গ্রহণ করল।

ক. কৃষি খামার কী? ১

খ. পরিবহন বিপণনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. কোন কারণে কৃষকরা সঠিক মুনাফা অর্জনে ব্যর্থ হতে পারে? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. কৃষকদের গৃহীত ব্যবস্থাটি মুনাফা অর্জনে কতটা সহায়ক হবে? উদ্দীপকের আলোকে মতামত দাও। ৪

৮.▶ বরগুনা ও আমতলী দুটি পাশাপাশি গ্রাম। দুই গ্রামের অধিকাংশ মানুষই কৃষিকাজ করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমে আসছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে চাষ করায় অনেক সমস্যা হওয়াতে বরগুনার কৃষকগণ সমবায় কৃষি খামার গড়ে তোলে। কিন্তু আমতলীর লোকজনের নিজেদের মধ্যে সমঝোতা না থাকায় তারা তা করতে ব্যর্থ হয়।

ক. একটি লাভজনক খামারের জন্য সর্বনিম্ন কতটুকু জমি দরকার? ১

খ. কৃষি সমবায় রেজিস্ট্রি করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. বরগুনার কৃষকগণ কীভাবে উক্ত সমস্যার সমাধান করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বরগুনার কৃষকগণ কী কী সুবিধা পেতে পারে যা আমতলীর লোকজন পায় না– বিশ্লেষণ করো। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	L	২	M	৩	N	৪	N	৫	M	৬	N	৭	N	৮	M	৯	N	১০	N	১১	L	১২	K	১৩	K
১৪	M	১৫	N	১৬	N	১৭	M	১৮	N	১৯	M	২০	K	২১	K	২২	M	২৩	K	২৪	N	২৫	M		